সংবাদ [illegible]

তারিখ : 20 OCT 2017
পৃঃ 2 কলাম ৫

শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করে জাতি কখনো লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করে কোন জাতি কখনো তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। এজন্য 'প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারীকরণ' কবার প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় শিক্ষকদের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষকবৃন্দ।

'জাতীয়করণের লক্ষ্যে অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক সমিতি' গতকাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর পার্বতীপুর কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম রসুল, রাজশাহী এইচএস কামরুজ্জামান কলেজের প্রভাষক হারুন সিদ্দিকী, [illegible] শহীদ, চট্টগ্রামের নিজামপুর কলেজের অধ্যক্ষ রফিকউদ্দিন, গাজীপুরের শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী কলেজের সহকারী অধ্যাপক রাবেয়া আক্তার, ঢাকার দোহারের পদ্মা কলেজ উপাধ্যক্ষ জালাল হোসেন, বরগুনার বামনা কলেজের প্রভাষক রিয়াদুল কাদির, দিনাজপুরের বিরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, গাজীপুরের মুক্তিযোদ্ধা রহমত কলেজের প্রভাষক নুরতহুরা ইফরাত রিপা, রাঙ্গামাটির কর্ণফুলী কলেজের অধ্যক্ষ এএইচএম বেলাল চৌধুরী অধ্যক্ষ, পটুয়াখালীর গলাচিপা ডিগ্রি কলেজের মো. ফোরকান কবির অধ্যক্ষ, শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী কলেজের প্রভাষক [illegible] আমীন, মহাদেবপুর ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. [illegible]।

দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারীকরণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তারা জনান, আত্তীকরণ বীধি-২০০০ এর আওতায় যেসব কলেজকে সরকারি করা হয়েছে সেসব কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপকসহ সকলকে প্রভাষক পদে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে শিক্ষকরা তাদের সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা হারিয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য নতুন করে আত্তীকরণ বিধি-২০০৭ প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বক্তারা বলেন, কলেজ সরকারীকরণের ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের অনেক পদ শূন্য হওয়ায় পাঠদানে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া কলেজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে দানপত্র দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করায় অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজও বন্ধ হয়ে আছে।

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে ৭টি দাবি উপস্থাপন করা হয়; সরকারীকরণকৃত কলেজের শিক্ষকদের স্বপদে রেখে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার বিতর্কের সমাধান, আত্তীকরণ বীধি-২০০০ বাতিল করে নতুন আত্তীকরণ বিধি-২০০৭ বাস্তবায়ন করা, আত্তীকরণের ফলে শিক্ষকদের যাতে মর্যাদাহানি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষককে একই সাথে আত্তীকরণ করা, এমপিওভুক্ত পাসকোর্সধারী ও তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরির অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে তাদেরকে আত্তীকরণ করা, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সকল কর্ম অভিজ্ঞতা গণনা করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পেনশন-বেতন ও পদোন্নতি কার্যকর করা।